14

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ SEP. 5 1999
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

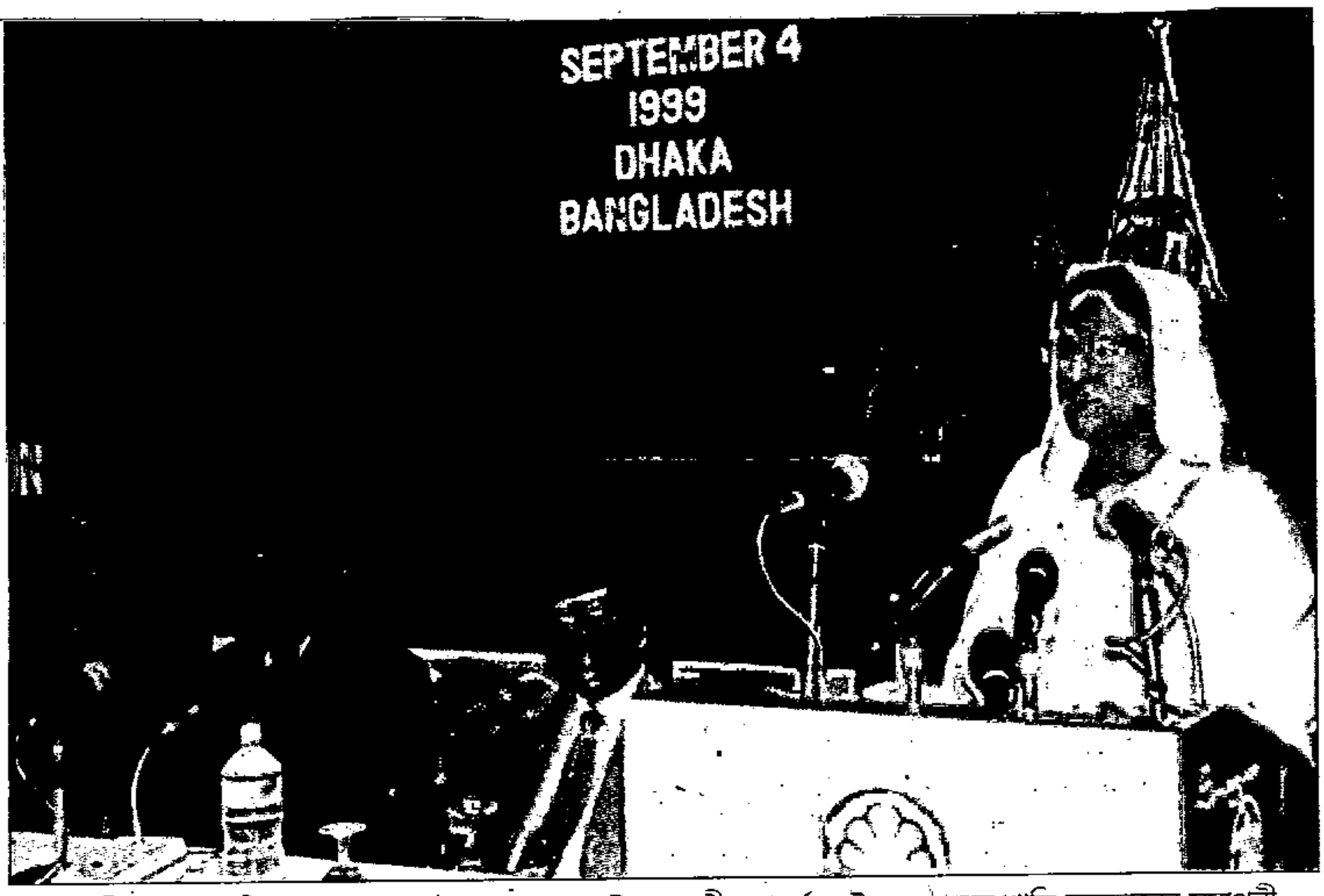

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ঢাকায় এক হোটেলে এশীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের শান্তি সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং বাতিল ॥ ভারতের অনুপস্থিতি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রথম প্রেসিডেন্ট করে এশীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের সম্মেলন সমাপ্ত

মাহবুবুল বাসেত ॥ নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং বাতিল, এশিয়ার অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের প্রতিনিধির অনুপস্থিতি, চাটারে পাঁচটি দেশের স্বাক্ষর না করা এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রথম প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব জনাব মঞ্জুর-ই-মওলাকে প্রথম সচিব মনোনীত করা ও ঢাকায় প্রথম সচিবালয় স্থাপন এবং "এসোসিয়েশন অভ এশিয়ান পার্লামেন্টস ফর পিস" শীর্ষক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ঘোষণার মধ্য দিয়ে গতকাল ঢাকার হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠানরত চার দিনব্যাপী এশীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের সম্মেলন শেষ হয়েছে। সম্মেলন শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এর নামকরণ ছিল— এশিয়ান পার্লামেন্টারিয়ানস কনফারেন্স ফর পিস এন্ড কোপারেশন। সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে একটি নতুন সংগঠনের জন্ম দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে ঃ এসোসিয়েশন অভ এশিয়ান পার্লামেন্টস ফর পিস। অর্থাৎ পার্লামেন্টারিয়ানস শব্দটি বাদ দিয়ে পার্লামেন্টস শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের এই সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে গতকাল অপরাহ্ণ পর্যন্ত সাংবাদিকদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বিকেল তিনটার দিকে ফ্যাক্স-বার্তার মাধ্যমে জানানো হয় যে, সমাপনী অধিবেশনে সাংবাদিকরা যোগদান করতে পারবেন। অর্থাৎ সমাপনী অধিবেশন সাংবাদিকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই অধিবেশনেও বহু সাংবাদিককে প্রবেশ করতে দেয়নি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা (এসএসএফ)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সমাপনী অধিবেশনে যাওয়ার কোন পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী ছিল না এবং ছাপানো কর্মসূচীতে তার নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তিনি আকস্মিকভাবে এই অধিবেশনে যোগদান করায় অধিবেশনের শুরুতেই যে কয়জন সাংবাদিক অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন তাদের বাইরে পরে আগত অনেক সাংবাদিককেই অধিবেশন কভার করতে ঢুকতে দেয়া হয়নি। তার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সাংবাদিকদের কাছে আমন্ত্রণপত্র দেখতে চান। কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় ও সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সাংবাদিকদেরকে কোন আমন্ত্রণপত্র দেননি। শুধু ফ্যাক্সের মাধ্যমে অবহিত করেছেন মাত্র। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরকে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেখানো সত্ত্বেও তারা ঢুকতে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অকারণেও সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে থাকেন এবং প্রায়ই এই ধরনের ঘটনা ঘটে এবং গতকালও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। অথচ গতকাল প্রধানমন্ত্রীর এই সম্মেলনে যোগদানের কোন

১৫-এর পৃঃ '১-এর কঃ দেখুন

এশীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের সম্মেলন সমাপ্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর

পূর্বনির্ধারিত বিষয় সম্মেলনের মুদ্রিত কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

অন্যদিকে, আগের দিন সংসদ সচিবালয়ের সচিব জনাব মঞ্জুর-ই-মওলা প্রেস ব্রিফিং-এ বলেছিলেন, তিনি গতকাল প্রেস ব্রিফিং-এ ইউএনডিপি'র প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাবেন। গতকাল চার দিনব্যাপী সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন সমাপনী দিবস থাকা সত্ত্বেও গতকাল আর কোন প্রেস ব্রিফিং করা হয়নি। বিকেলে টেলিফোনে প্রেস ব্রিফিং বাতিলের কথা অবহিত করা হয়।

উল্লেখ্য, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরালকে এই সম্মেলনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ভারত এই সম্মেলনে তার দেশের কোন পার্লামেন্ট সদস্যকে ডেলিগেট হিসেবে পাঠায়নি। অর্থাৎ ভারত এতে যোগদান থেকে বিরত রয়েছে। অথচ ভারত হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম দেশ। তাছাড়া সম্মেলনের চার্টারে উজবেকিস্তান, সউদী আরব, মালদ্বীপ, বাহরাইন ও ভুটান যোগদান করেনি।

সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপিকে নতুন সংগঠনের প্রথম প্রেসিডেন্ট, কম্বোডিয়ান সংসদের স্পীকার নরোদম রনরিধকে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সচিব মঞ্জুর-ই-মাওলাকে সচিব মনোনীত করা হয়েছে। ঢাকায় এই সংগঠনের প্রথম সচিবালয় থাকবে। এছাড়া সংগঠনের নির্বাহী কমিটির সদস্য দেশগুলো হচ্ছে নেপাল, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, রাশিয়া, কুয়েত, ফিলিস্তিন, চীন, কোরিয়া, কিরিবতি, টঙ্গো (প্যাসিফিক)।

সম্মেলনের আগে ও সম্মেলন শুরুর পরও শোনা গিয়েছিল যে, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী হবেন নতুন সংগঠনের প্রথম প্রেসিডেন্ট। কিন্তু পরে দেখা গেল তিনি বাদ পড়েছেন। এই বিষয়টি নিয়ে সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে মুখরোচক কথাবার্তা শোনা গেছে। কেউ কেউ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব জনাব মঞ্জুর-ই-মাওলানাকে এই জন্য বাঁকা চোখে দেখছেন।

উল্লেখ্য, পাঁচ কোটি টাকার মত বিপুল অর্থ ব্যয়ে এর আগে বাংলাদেশে কোন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই সম্মেলনের সাথে বাংলাদেশ বা এশিয়ার বিপুল জনগোষ্ঠীর কোন স্বার্থসংশ্লিষ্টতা নেই। পাঁচ কোটি টাকার মধ্যে কোন নির্মাণ ব্যয় নেই, কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় নেই, কোন অবকাঠামোগত ব্যয়ও নেই। শুধু আসা-যাওয়ার খরচ, হোটেলে থাকা-খাওয়ার খরচ ও মুদ্রণসামগ্রীর খরচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে জানা গেছে। শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যার পর পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ের (প্রাক্কলিত) এই ধরনের একটি সম্মেলনের আয়োজন সত্যিকার অর্থে কোন জনকল্যাণকামী সরকার বা তার অঙ্গের পক্ষে সম্ভব কিনা তা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এটা অনেকটা জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের মত, যার ফলাফল শূন্য। যার সাথে জনস্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই, যার কোন বাস্তবতাও নেই।

উল্লেখ্য, এই সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ৩১টি দেশের ১শ' ৩০ জন সংসদ সদস্য যোগদান করেছেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে যে নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সে বিষয়ে সম্মেলনে প্রতিনিধিত্বকারী দেশগুলোর সরকারের স্বীকৃতি বা অনুমোদন পাওয়া যাবে কিনা তা জানা যায়নি। কারণ কোন দেশেই সংসদ সদস্যরা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তারা কোন সরকারী ব্যয় বা চাঁদাদানেরও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা দিতে পারেন না।